দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 SEP 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# বিজ্ঞান শিক্ষার নাজুক হাল

বিজ্ঞানশিক্ষা উদ্বেগজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে। শুক্রবার রাজধানীতে এক আলোচনা সভায় বক্তারা অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, প্রয়োজনীয় আনুকূল্য, অর্থনৈতিক সঙ্কট, যোগ্য ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব, ল্যাব সঙ্কট ও কারিকুলাম কঠিন হবার কারণে শিক্ষার্থীরা ক্রমশই বিজ্ঞান শিক্ষা থেকে নিজেদের সরিয়ে নিচ্ছে। বিজ্ঞানশিক্ষার ক্ষেত্রে এ রকম একটা নেতিবাচক ধারণা অনেকেই পোষণ করেন যে, এই শিক্ষার জন্য বাড়তি যে অর্থ ব্যয় করা হয়, তার বিনিময়ে কর্মক্ষেত্রে তেমন কোন সুবিধা পাওয়া যায় না। শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান পড়ার চেয়ে অন্য বিষয় অধ্যয়নকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করছে কিনা সেটা একটা প্রশ্ন বটে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক মনির হাসান মনে করেন, চাকরিগত সুবিধার বিবেচনায় বাণিজ্য বিভাগে পড়াশুনার হার যেখানে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়েছে, সেখানে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। বক্তারা উল্লেখ করেছেন, ৮৫ সালে সরকার যেখানে বিজ্ঞান মেলার জন্য ৩৩ লাখ টাকা বরাদ্দ করেছে, তিন দশক পর সেই খাতে এখন বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে ২৮ লাখ টাকা। শতকরা ৯৪ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কখনও বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হয় নি। চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোন বিদ্যালয়েই কখনও বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করে নি। এক জরিপে দেখা গেছে, বিজ্ঞানশিক্ষা ব্যয়বহুল ও পাস করা কঠিন বলে অনেক শিক্ষক ছাত্রদেরকে বিজ্ঞান না পড়তে প্রভাবিত করে থাকেন।

বিজ্ঞান শতাব্দীর এই উৎকর্ষতার যুগে যেখানে মানুষ ভিন্ন গ্রহে বসবাসের চিন্তা করছে, মহাশূন্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চিন্তা করছে সে সময়ে আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষার্থী হ্রাস তথা বিজ্ঞানমনস্কতার অভাব সত্যি দুঃখজনক। গবেষণায় যে উদ্বেগজনক চিত্র ফুটে উঠেছে তা বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য রীতিমত হতাশাব্যঞ্জক। গত মাসে প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, গত ৮ বছর মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান শিক্ষার্থী কমেছে শতকরা ৩১ দশমিক ৩৩ ভাগ। '৮৮ সালে যেখানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল ৪১ ভাগ, সেখানে '৯৮ সালে ছিল ২৫ দশমিক ১৪ ভাগ। ২০০৮ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৩ দশমিক ৭০ ভাগে। ২০১১ সালে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২ ভাগ। বলার বা বোঝার অপেক্ষা রাখে না, আমাদের সমাজে বিজ্ঞানমনস্কতা, বিজ্ঞানে উচ্চতর গবেষণার সুযোগ না থাকার কারণেই হয়তো এমনটা হয়েছে এবং হচ্ছে। জরিপ অনুযায়ী, শতকরা ৬৫ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন আলাদা ল্যাবরেটরি নেই। বিজ্ঞানশিক্ষার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত টিউশন ফি লাগার বিষয়টিও নতুন কিছু নয়। বিজ্ঞান বিভাগে ঐচ্ছিক গণিতের যোগ্য শিক্ষকের সঙ্কট রয়েছে গ্রাম পর্যায়ে। খোদ রাজধানীতেও এ সঙ্কট কম নয়। সাধারণত প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই সঙ্কট সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করলেও তাদের যে মোটা অংক প্রদান করতে হয় সাধারণ ও মধ্যবিত্তের জন্য তা দেয়া প্রায় অসম্ভব। কোচিং সেন্টারগুলোতে মূলত এ ধরনের ছাত্ররাই সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখছে। সে ক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ নেহাত কম নয়। ডাক্তার এবং প্রকৌশল বিদ্যাই হচ্ছে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রধান আকর্ষণ। চিকিৎসকদের কথা বাদ দিলে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা পাস করছে তাদের জব সেটিসফেকশন খুব একটা নেই। কারণ, সমাজে প্রকৃত প্রগতি ও প্রবৃদ্ধির সূচক হিসেবে প্রযুক্তিকে মনে করা হলেও আমাদের সমাজ এক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এ কারণে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রও অনেকাংশে সঙ্কুচিত। অনেক ছাত্রই উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বিজ্ঞানে পড়লেও পরে তারা বিভাগ পরিবর্তন করে ফেলছে। নামীদামী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা ভাল করছে তারা বিদেশে ঠাঁই নিচ্ছে। বিজ্ঞান শিক্ষায় অনাগ্রহের বিষয়টি পর্যালোচনা করে এটা বলা যায় যে, আমাদের শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থায় বিজ্ঞান শিক্ষা ও মনস্কতার অভাব থাকার কারণেই এমনটা ঘটছে। রাষ্ট্র চিন্তায় প্রকৃত উন্নয়ন ধারণার অভাব থাকার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে।

বিজ্ঞান শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ার অর্থ জাতি হিসেবে আমরা প্রকৃতই পিছিয়ে পড়ছি। বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে অবশ্যই বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রকৃত বিজ্ঞান মনস্কতাকে অত্যধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। প্রাসঙ্গিক আলোচনায় বক্তাগণ বিজ্ঞান শিক্ষার পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে উঠতে একটি টাস্কফোর্স গঠনসহ কতিপয় সুপারিশ করেছে। বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের অর্থ সহায়তা, বিজ্ঞান শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠায় সহায়তাসহ সময়োপযোগী যে সব প্রস্তাবনা করা হয়েছে তা অবশ্যই বিবেচনার দাবী রাখে। আমদানী নির্ভর ও চোরাকারবারী প্রভাবিত অর্থনীতির কারণে দেশে উন্নয়ন বৈরী পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে, যা কাম্য হতে পারে না। মেধা, মনন ব্যবহার করে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে কিভাবে আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা যায়, সে বিবেচনাকে মুখ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণের ব্যাপারে রাজনীতিকদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলে প্রকৃতপক্ষেই বিজ্ঞানশিক্ষার হার বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান মনস্কতায় প্রত্যাবর্তন সম্ভব হবে বলে আমাদের ধারণা।